বুকলেট ২ :

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ

Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ২

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট ২-এ একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আপনি কিভাবে বাবা-মা, সমাজের সদস্যদের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি সমাজকে কিভাবে স্কুলের কর্মকান্ডে এবং শিক্ষার্থীদের সমাজের কাজে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দিয়েছে। বুকলেটটি এধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা চিহ্নিত করতে আপনাকে সাহায্য করবে এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের পরিবারকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা দিবে।

টুলস্

২.১ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক-বাবা মা- সমাজের সম্পর্ক ---------- ৩

'সমাজ ' কে? ---------- ৩

সমাজকে কেন সম্পৃক্ত করা উচিত ? ---------- ৪

আমাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা কি ? ---------- ৮

২.২ পরিবার ও সমাজে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য এ্যাডভোকেসী ও তথ--------- ১১

পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ----------১১

নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ---------- ১৩

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশকে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করা ---------- ১৯

২.৩ সমাজ ও শিক্ষাক্রম ---------- ২২

শ্রেণীকক্ষে সমাজ ---------- ২৫

২.৪ আমরা কি শিখেছি ---------- ২৮

টুল ২.১

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক-বাবা মা-সমাজের সম্পর্ক

"সমাজ" কে?

শিক্ষার্থীদের বাবা মা, অভিভাবক, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, স্কুলের আশে পাশের প্রতিবেশী এদের সবাইকে নিয়ে হয় সমাজ । একটি সমাজে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, দাদা দাদী/নানানানী, স্কুলের আওতাভূক্ত সবাই এর সদস্য । স্কুলের অবস্থান যদি শহরে হয় তবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী, দোকানদার, সরকারী/বেসরকারী চাকুরে এবং নানা পেশার মানুষ থাকবেন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিশুদের লেখাপড়ার উন্নতির জন্যে এদের সবাই মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ এমন ভাবে তৈরী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখতে পারে এবং অনুভব করতে পারে যে তারা একটি সুন্দর শিখন বান্ধব পরিবেশে একত্রিত হয়েছে। বাবা মা/অভিভাবক সমাজের সদস্যরা আমাদের স্কুল ও শ্রেণীকক্ষকে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেমন- সমাজের সব স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করতে, স্কুলে পাঠাতে এবং লেখাপড়া চালিয়ে যেতে তাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে যেখানে সমাজের সকলের সাহায্য এত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বাস্তবে, প্রায়ই স্কুল ও সমাজের মধ্যে দূরত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই দূরত্বের অবশ্য কিছু কারণ রয়েছে। কেননা প্রায়শই স্কুলের সময়সূচির সঙ্গে বাবামা/অভিভাবকদের কাজের সময় মেলেনা। যখন স্কুল চলে, তখন বাবা মা/অভিভাবকরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মাঝে আমরা, শিক্ষক হিসেবে এমন স্কুলে কাজ নেই, সে স্কুলকে আগে থেকে চিনিনা। এমন কি যে এলাকায় আমরা শিক্ষকতা করি সে এলাকায় থাকিও না। বা কর্ম দিবসগুলোতে স্কুলে থাকলেও সপ্তাহ শেষে ছুটির দিনগুলোতে নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এলাকা ত্যাগ করি।

একারণে বা অন্যান্য কারণে, সমাজের সদস্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একমুখী বা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যখন স্কুল একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর হওয়ার জন্য পরিবার ও সমাজকে স্কুলের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা শুরু করে তখন একমুখী যোগাযোগের কারণে সৃষ্ট বাধাগুলো দূর হয়ে যায়।

স্থানীয় সমাজ কি সত্যিই স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত হয়?

'স্থানীয় সকল সমাজই স্কুলের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত' এ কথাটি ভারতের চেন্নাইয়ের শিক্ষকদের জন্য একসময় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষকরা নিজেদের একটি বড় সমাজের সদস্য হিসেবে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজের ব্যক্তি বা সংগঠনসমূহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। যারা আশেপাশের লোকজনকে বা অন্যান্যরাও তাদের সম্পর্কে জানত না। যেহেতু শিক্ষকরা বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী ও বাবা মা'র সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন সেজন্য তারা বাবা মায়েদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে কাজ করা শুরু করেন যাতে বাবা মায়েরা শিক্ষকদের সঙ্গে সক্রিয় আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শিক্ষকরা স্থানীয় সমাজের সদস্যদেরও স্কুলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে স্কুলে আমন্ত্রণ জানায়।[১]

কেন সমাজকে সম্পৃক্ত করা উচিত?

ছেলেমেয়েরা যে সমাজে বসবাস করে সেখানেই বড় হয়ে ওঠে ও শেখে এবং তাদের আমরা যা শেখাই তা এই সমাজেই প্রয়োগ করে। পরিবার, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যরা স্কুলের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হলে এবং তাদের মূল্যবেধের কারণে সমাজের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে ও লেখা পড়া শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শিক্ষার্থীদের যা শেখাই, পরিবার বা সমাজ যদি তার ওপর গুরুত্ব দেয় (এবং সেসঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে শ্রদ্ধা করে) তবে ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষার এই সুযোগকে মূল্য দিতে শিখবে। এটি তাদেরকে আমাদের ও সহপাঠীদের বিশেষত সেসব সহপাঠীদের যারা ভিন্ন প্রেক্ষাপট বা ক্ষমতা সম্পন্ন থেকে আগত তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। সেসঙ্গে তাদেরকে অর্জিত শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করবে।

সমাজ তাদের বাস্তব জ্ঞান এবং নানা তথ্য আমাদেরকে জানাতে পারে যা আমরা আমাদের শিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন সমৃদ্ধ করতে ব্যবহার করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রামের বা এলাকার প্রচলিত গল্প গাঁথা বা গানকে আমরা আমাদের পাঠশালায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি (বিশেষতঃ ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাসে) এবং স্থানীয় জাতের গাছপালা সংরক্ষণ চাষাবাদ বা স্থানীয় প্রজাতির পশুপাখী পালন শেখানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

---

[1] Booth T and Black- Hawkins K. (2001) developing Learning and Participation in Countries of the South: The Role of an Index for Inclusion. UNESCO: Paris

উপরন্তু সব শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে, স্কুলের মান উন্নয়ন করতে এবং তা স্থিতিশীল করতে যদি আমরা স্থানীয় সম্পদ আহরণ করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই একত্রে কাজ করতে হবে।

ফিলিপাইনের যেসব স্কুল শিক্ষা সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিল তাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে-একা কিছু করা এবং কোন কিছু তাড়াতাড়ি সমাধান কখনোই খুব কার্যকর হয় না। বিভিন্ন কাজ ও উপায়ের মিথষ্ক্রিয়ায় শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, বাবা মা এবং সমাজের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণই আনতে পারে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের ফলেই স্কুল মান সম্পন্ন হয়ে ওঠে।[২]

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে যে সব স্কুল কাজ করতে চায় তাদের জন্য যোগাযোগ হচ্ছে একটি মূল্যবান সম্পদ। ব্র্যাক স্কুল হলো তারই একটি উদাহরণ:

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উন্নয়ন কমিউনিটির সহযোগিতার একটি মডেল:

১৯৭৯ সালে ব্যবহারিক সাক্ষরতার ওপর একটি ক্লাসে একজন নারী সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানায় যে তারা তাদের সন্তানদের জন্য মৌলিক শিক্ষার সুযোগ চায়। ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) মায়েদের স্কুল কমিটি গঠন করাসহ স্কুলের জন্য জায়গা ও একজন শিক্ষক নির্বাচন এবং স্কুল চালাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

বাড়ি বাড়ি জরিপ এর মাধ্যমে ব্র্যাক দরিদ্র শিশু বিশেষতঃ মেয়ে শিশুকে চিহ্নিত করে তাদের স্কুলে ভর্তি করে। এ ধরনের স্কুলে মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। জোর দেয়া হয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন এর ওপর। বলাবাহুল্য, শিশুদের শারিরীক শাস্তি-র প্রথা একেবারেই পরিত্যাগ করা হয়। দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুলে লেখা পড়া শেষে ছেলেমেয়েরা সহজেই সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে পারে এবং অধিকাংশ ছেলেমেয়েই সফলতার সঙ্গে তাদের পরবর্তী শিক্ষা চালিয়ে নিতে পারে।

---

[2] Feny de los Angeles-Bautista With Marissa J.Pascual.Marjorie S. Javier.Lilian Mercado-carreon and Cristina H.Abad.(2001).Reinventing Philippines Education : Building Schools Filipino Children Deserve. The Ford Foundation, Phillipines

স্কুলের কর্মীরা স্থানীয় সমাজের বাসিন্দা এবং শিক্ষার্থীদের বাবা মা/অভিভাবকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে। বাবা মায়েরাই ঠিক করেন যে স্কুলের সময় কখন হবে। এবং ফসলের মৌসুম বা ছুটির সাথে তাল মিলিয়ে তারা স্কুলের সময় পরিবর্তন করে নিতে পারে। বাবা মা/অভিভাবকরা অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক উপস্থিতি মনিটর ও ফলোআপ করেন। প্রতিটি স্কুল তিনজন বাবা মা/অভিভাবক ও সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা স্কুলের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন।

বাবা মা/অভিভাবকদের সুবিধানুযায়ী ব্র্যাক তাদের জন্য মাসিক সভায় আয়োজন করে। যেহেতু দিনের বেলায় এই সভা আহবান করা হয় সেজন্য অধিকাংশ মা এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন। ব্র্যাক-এর শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের একটি মান-নির্দেশক হচ্ছে যে অন্ততঃ৭০% শিক্ষার্থীর বাবা/মা/অভিভাবক, অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে গড়ে ৮০% সভায় শিক্ষার্থীর বাবা/মা/অভিভাবকই, সভায় উপস্থিত থাকেন। বাবা মা বা অভিভাবকরা স্কুলের ব্যাপারে যেকোন বিষয়েই তাদের মতামত প্রদান বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। তবে বেতন, বিভিন্ন খরচাদি, স্কুলের দূরত্ব, শৃঙ্খলা এবং সময়সূচি তৈরী ইত্যাদি বিষয় ব্র্যাক দায়িত্ব নেয়ার ফলে স্কুলের ব্যাপারে বাবা মায়েদের কোনরুপ অসন্তোষ নিতান্তই কম।[৩]

অভিব্যক্তর প্রতিফলন: সমাজ কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে?

ক) ব্র্যাক স্কুল ' একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে সমাজকে কিভাবে সম্পৃক্ত করে?

১.----------

২.----------

৩.----------

[3] Adapted from Rugh A and Bossert H. (1998) Involving Communities: Participation in the Delivery of Education Programs. Washington, DC: Creative Associates International,Inc

খ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে আপনার সমাজ আপনার স্কুলকে **ইতোমধ্যে** কিভাবে সাহায্য করছে?

১.----------

২.----------

৩.----------

গ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উন্নয়নে **আর** কিভাবে সমাজ আপনার স্কুলকে সহায়তা করতে পারে?

১.----------

২.----------

৩.----------

ঘ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের **কে** নেতৃত্ব দিতে পারে?

১.----------

২.----------

৩.----------

ঙ) আপনার স্কুলে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য **আপনি** কিভাবে আপনার সমাজকে উৎসাহিত করতে পারেন?

১.----------

২.----------

৩.----------

আমাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কি?

শিক্ষক হিসেবে বাবা মা/অভিভাবক এবং সমাজ যাতে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য সমর্থন দেয় সেজন্য আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

সব শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ---

১. শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের লেখা পড়ার অগ্রগতি দেখার জন্য বাবা মা বা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা,

২. এলাকার কোন্ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং কেন যাচ্ছে না সে বিষয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কাজ করা এবং তাদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য উপায় বের করা,

৩. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বাবা মায়েদের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা,

৪. শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে সমাজের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ/মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে সেভাবে তাদের তৈরী করা (যেমন- ফিল্ড ট্রিপ, বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আয়োজন বা কাজের মাধ্যমে),

৫. বাবা মা ও সমাজের লোকজনকে শ্রেণীকক্ষের কাজে নিয়োজিত করা।

কিছু কিছু শিক্ষকের আরও দায়িত্ব হচ্ছে-

৬. অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকরা যাতে বাবা মা এবং স্থানীয় সংগঠন (যেমন-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি) সমূহের সঙ্গে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ব্যাপারে যোগাযোগ করে সে বিষয়ে কাজ করা এবং

৭. শিক্ষার্থীদের বাবা মায়েরা যাতে অন্য বাবা মা এবং সমাজের অন্যান্যদের কাছে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ব্যাপারে এ্যাডভোকেসী বা সপক্ষতা করে সেজন্য কাজ করা ও তাদের উৎসাহিত করা।

কর্ম তৎপরতা: আমরা কিভাবে আমাদের সমাজের সঙ্গে কাজ করতে পারি?

শিক্ষার্থীর পরিবার ও সমাজকে স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত করানো হয় এমন সব ধরনের কাজে/যেমন- শিক্ষক-অভিভাবক সভায় বার্ষিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি)-এর একটি তালিকা তৈরী করুন। প্রতিটি কাজের পাশে লিখুন-

- একাজে আপনি সহায়তা করেছেন না কি করেন নাই এবং করে থাকলে কি হিসেবে করেছেন? (যেমন-সংগঠক হিসেবে) ইত্যাদি,

- কাজের কোন ইতিবাচক ফলাফল থাকলে লিখুন,

- কাজে অপ্রত্যাশিত বা নেতিবাচক কোন ঘটনা এবং ভবিষ্যতে তা এড়ানোর উপায় (যেমন- খুব স্বল্প সংখ্যক বাবা মায়ের সভায় উপস্থিতি; যদি আগে থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো যেত তবে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেত)। যে কাজগুলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর নিচে দাগ দিন। যে কাজ সমূহ আপনার শ্রেণীকক্ষ বা শিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে গুলোকে গোল দাগ দিয়ে রাখুন। এখন দেখুন কোন কাজগুলোর নিচে আপনি লাইন টেনেছেন এবং কোন গুলোতে গোল করেছেন? যেগুলোর নিচে লাইন টেনেছেন সেগুলোকে আপনার কাজের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করবেন তা নিয়ে ভাবুন।

সেসঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করুন, কোন্ কাজগুলো আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলকে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? পরিবার ও সমাজের মধ্যে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে ভাল জানাশোনা ও বোঝাপড়া তৈরী করতে কোনগুলো সবচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান বা আয়োজন ছিল?

এ কাজ উপলক্ষে কিভাবে আপনি, আপনার স্কুল ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। যেমন- স্কুলের শিক্ষা বর্ষের শুরুতে শিক্ষক-অভিভাবক সভা আয়োজন করার ফলে শিক্ষার্থীদের পরিবার সম্পর্কে জানা যায় এবং অধিকসংখ্যক বাবা মা এতে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে।

পরিশেষে, স্কুল ও সমাজের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও তাদের কাজের দিকে তাকান এবং চিন্তা করে দেখুন কিভাবে এ সম্পর্কের আরো উন্নতি করা যায় এবং কিভাবে এ কাজের পরিধি বাড়ানো সম্ভব? যেমন- বছরের শুরুতে এবং শেষে ওপেন স্কুল ডে' কিংবা বিশেষ কোন দিন আয়োজন করা। যাতে বছরের শুরুতে সেই বিশেষ দিনে সবাই জানতে পারে যে শিক্ষার্থীরা সাড়া বছর কি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এ কাজে বাবা মায়েরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে।[৪]

আবার, বছরের শেষে এ দিনের আয়োজন করা হলে সেদিন শিক্ষার্থীরা সারা বছর যে যে কাজ করেছে তা থেকে বাছাই করা কাজের নমুনা প্রদর্শন করতে পারে এবং সেসঙ্গে ঐদিন প্রত্যেক শিক্ষার্থী, বাবা মা মিলে স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সাফল্য উদযাপন করতে পারে।

[4] This activity was adapted from the Multigrade Teacher's Handbook(1994) Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines, and UNICEF at http:// www.unicef.org/teachers/ environment/families.htm

টুলস ২.২

পরিবার ও সমাজে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য এ্যাডভোকেসি এবং তথ্য

শিক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে, সমাজকে অবশ্যই শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং একে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে যেতে হবে। আর সমাজকে এ'কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে এবং কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগঃ

শিক্ষক হিসেবে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজের লোকজন ও শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা, যখন বাবা মা বা পরিবারের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়, আগ্রহ দেখায় এবং স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত হয় তখন শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় ভাল করে। শিখন-কাজে পরিবারকে সম্পৃক্ত করা হলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এতে আমাদের শিক্ষণ সমৃদ্ধ হয়। যে কারনে একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই ফলদায়ক।[৫]

পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কিছু কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। নিচে এমন কিছু কার্যকর পদ্ধতির কথা বলা হল। যেটি আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে, সুবিধাজনক সেটি ব্যবহার করুন এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যগুলোও ব্যবহার করুন।

- পরিবার বা সমাজের লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হন, নিজের পরিচয় দিন এবং তাদের কাছে শিশুদের শিখন ও আপনার শিক্ষণের লক্ষ্য, একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈচিত্র্য তুলে ধরুন এবং আপনার শ্রেণীকক্ষের তৎপরতার সঙ্গে কিভাবে তারা সম্পৃক্ত হতে পারেন তা আলোচনা করুন।

- বছরে একবার বা দুবার, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় অগ্রগতি কেমন হচ্ছে তা যাচাইয়ের জন্য বাবা মায়ের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক ভাবে মিলিত হোন। তাদেরকে তাদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষের কাজের নমুনা (যদি থাকে) দেখান।

---

5 This section and activity were adapted from the Multigrade Teacher's Handbook (1994) Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines, and UNICEF at http:// www.unicef.org/teachers/environment/families.htm

তাদের সম্ভাবনা ও ইতিবাচক ফলাফলের ওপর জোর দিন, এবং বাবা মায়েদের জানান যে কিভাবে তারা শিখনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভাল ভাবে শিখতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের ভাল কাজের নমুনা, প্রয়োজন হলে, বাবা মাকে দেখাতে বাড়ীতে পাঠান। তাদেরকে কাজের নমুনার ওপর মতামত দিতে বলুন এবং জিজ্ঞেস করুন, পরবর্তীতে তাদের শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা আরো কি শিখতে পারে?

- শিক্ষার্থীরা বাড়িতে কি শেখে তা জানুন এবং প্রয়োজনে আপনার পঠনাংশ তা সন্নিবেশ করুন। বাবা মায়ের সাথে আলাপ করুন যে শ্রেণীকক্ষে তাদের শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা যা শিখছে বাড়ীতে বা দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে আসছে কিনা? বা অন্যভাবে বলা যায়, শ্রেণীকক্ষে তারা যা শিখছে তা তারা তাদের বাড়ীতে কাজে লাগিয়েছে বা লাগাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন।

- শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান (মাঠ পরিদর্শন) এবং তাদেরকে বাবা মা বা দাদী নানী দাদা নানাদেরকে তাদের শৈশব জীবন-এর অভিজ্ঞতার ওপর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে বলুন এবং পরবর্তীতে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর শিক্ষার্থীদের 'অতীতে আমাদের সমাজ' শীর্ষক কোন রচনা বা গল্প লিখতে বলুন।

- পরিবারের সদস্যদের (বাবা মা, ভাই বোন, দাদা দাদী, নানা নানী খালা খালু) শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করুন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সমাজের প্রবীণ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শ্রেণীকক্ষে আমন্ত্রণ জানান।

কর্মতৎপরতা: পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ

আপনি এখন যেভাবে শিশুদের পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ করছেন তা সংক্ষেপে লিখুন। আপনি কিভাবে তাদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করলেন এবং তারা কতটুকু তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খেয়াল রাখেন বলে আপনার মনে হচ্ছে? পরিবারের সদস্য ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের যে পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হল তা পরীক্ষা করুন। এর মধ্য থেকে দুই বা তিনটি লিখে প্রতিটির পাশে নোট রাখুনঃ

- আপনাকে কি কি উপরকরণ (যদি লাগে) তৈরী করতে হবে?
- কি কি উপায়ে আপনি পরিবার ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন?
- আপনার যোগাযোগের সম্ভাব্য তারিখ ও দিন বা বিশেষ কোন উপলক্ষের দিন লিখে রাখুন।

কাজগুলোর সঙ্গে বাবা মা বা সমাজের সদস্যদের পরবর্তীতে যুক্ত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করুন। উদাহরণস্বরূপ- আপনি হয়ত বছর বা টার্ম শেষে দলীয় সভার আয়োজন করতে চাইলেন। এ সভায় আপনি শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের শ্রেণীকক্ষ সহকারী হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন এবং সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

আপনি এসমস্ত কাজের একটি তালিকা (দিন তারিখসহ) তৈরী করুন। এর নাম দিনঃ শিক্ষণ-শিখনে পরিবার ও সমাজের অংশগ্রহণের পরিকল্পনা।

নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা

সন্তানদের অগ্রগতির বিষয় বাবা মায়েদের জানানোঃ

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের শিক্ষক হিসেবে, সন্তানদের বিষয়ে বাবা মায়েদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। আমরা এজন্যে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে যেতে পারি, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোট লিখে বাড়ীতে পাঠাতে পারি (বাবা মা সাক্ষর হলে) এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বাবা মাদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানাতে পারি। কাজেই স্কুলে বাবা মা বা সমাজের লোকজনদের জন্য একটা উষ্ণ বন্ধুসুলভ পরিবেশ-এর সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

বছরের শুরুতেই বাবা মা বা অভিভাবকদের সভা আয়োজন করা জরুরী। কেননা এতে শিক্ষক এবং বাবা মায়েরা (শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে) তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরীর সময় পাবে। সুতরাং আগেই আপনি বাবা মা বা অভিভাবককে আশ্বস্থ করুন যে (শিক্ষার্থীর শাস্তি পাওয়ার বিষয় নয়) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে চান। তাদেরকে বলুন, সন্তানদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে, আপনারা তাদের বাড়ীতে যেতে চান। যাতে আরো কার্যকরভাবে আপনারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দান করতে পারেন। আরও বলবেন শিক্ষক হিসেবে আপনারা তাদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষে কাজের দক্ষতা বিষয়েও আলাপ করবেন যাতে বাবা মা প্রয়োজনানুযায়ী সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে পারেন। (যদি বাবা মা লেখাপড়া জানেন।)

শিক্ষকদের শিক্ষার্থীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ

থাইল্যান্ডের শিশু বান্ধব স্কুলগুলোতে, বাবা মা এবং সমাজের সদস্যদের একটি যাচাই ফরমে যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয় সেটি হল, স্কুলের জন্য সবচেয়ে জরুরী কি? এবং কেন? উত্তরে সবাই বলেছে, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের বাড়ির সাথে যোগাযোগকে সবাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা বলেন, শিক্ষক ও বাবা মায়েরা শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শিখন বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতি টার্মেই আলোচনায় বসেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে অনেক সমস্যা দূরীভূত হয়, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিটির যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং বাবা মায়ের সঙ্গে শিক্ষকের সমঝোতা তৈরী হয়।[৬]

বাবামাকে শিক্ষার্থীর শিখন-অগ্রগতি জানানো সবিশেষ জরুরী। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি এমনভাবে যাচাই করতে হবে যাতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বাবা মা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারেন যে, তাদের শিক্ষার্থী সন্তান সাক্ষরতা, সংখ্যা, জীবনধারণের দক্ষতা এবং অন্যান্য বিষয়ে কি কি দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের জানতে হবে তাদের সন্তান কি শিখেছে এবং আর কি কি তাকে শিখতে হবে। এটি জানার একটি সুন্দর পদ্ধতি হল রঙ্গীন চার্ট (কালার কোডেড চার্ট) ব্যবহার করা। বিশেষতঃ যেসব বাবা মা নিরক্ষর তাদের জন্য এটি উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ-নিচের কালার কোডেড চার্টে তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের পাটিগণিতে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বোঝান হয়েছে

[6] Hopkins J and Chaimuangdee K. (2000) School Self- Assesment: Participatory Learning and Action for Child- Friendly Schools.Chiang Mai, Thailand: The life Skills Development Foundation, in collaboration with the UNICEF Office for Thailand, Bangkok.

চার্ট-১ ঃ তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের গণিত বিষয় ও কাজ - এর চার্ট[৭]

লেভেল	• ১০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৮ পেলে পরবর্তী লেভেলে যাওয়া যাবে
লাল	• টাকার মান (১.০০ টাকা পর্যন্ত) • সংখ্যা লেখা • বিয়োগ-এক সংখ্যা, যোগ- এক ও দুই সংখ্যা
কমলা	• মানসাংক (যোগ, বিয়োগ) • ভাগ এক সংখ্যা • অংকের সমস্যা পাঠ
হলুদ	• গুণ • যোগ ও বিয়োগ-দুই সংখ্যা • মাপ (দুরত্ব ও আয়তন)
সবুজ	• সংখ্যা চিহ্নিত করা (৭০০ পর্যন্ত) • রিগ্রুপিং করে যোগ বিয়োগ • বিয়োগ- তিন ও দুই সংখ্যা • তিন সংখ্যা চিহ্নিত করা
নীল	• গুণ-তিন ও এক সংখ্যা • ভাগ - দুই এবং এক সংখ্যা • শব্দের সমস্যা পাঠ
বেগুনী	• গুণ- তিন ও এক সংখ্যা • মাপ (দূরত্ব ও তরল পদার্থ) • শব্দ সমস্যা পাঠ

চার্ট-১ এর মত কালার কোডেড রংধনু চার্ট তৈরী করতে হয় যা দিয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা যায়। এভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা-মা শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সহজেই একসঙ্গে মনিটর করতে পারেন।রংধনু চার্টের (চার্ট-২) বৈশিষ্ট্য হল এতে, শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীর নাম লেখা হাসি মুখ' এর মার্কার থাকে। শিক্ষার্থী যখন চার্ট-১ এর লেভেল অনুযায়ী গণিতে দক্ষতা অর্জন করতে থাকে তখন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর 'মার্কার' তার দক্ষতা অনুযায়ী রঙের বিভিন্ন লেভেলে (চার্ট-১) অগ্রসর হতে থাকে। যদি কোন শিক্ষক দেখেন যে কোন শিক্ষার্থীর মার্কার কোন একটি লেভেলে দীর্ঘদিন ধরে আছে তখন তিনি শিক্ষার্থীকে পরবর্তী লেভেলে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাহায্য করবেন।

---

[7] Adapted from duPlessia J. (2003) Rainbow Charts and C-O-C-O-N-U-T-S: Teacher Development for Continuous Assessment in Malawi Classrooms. Washington, DC: American Institute for Research

চার্ট -২ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রংধনুর চার্ট

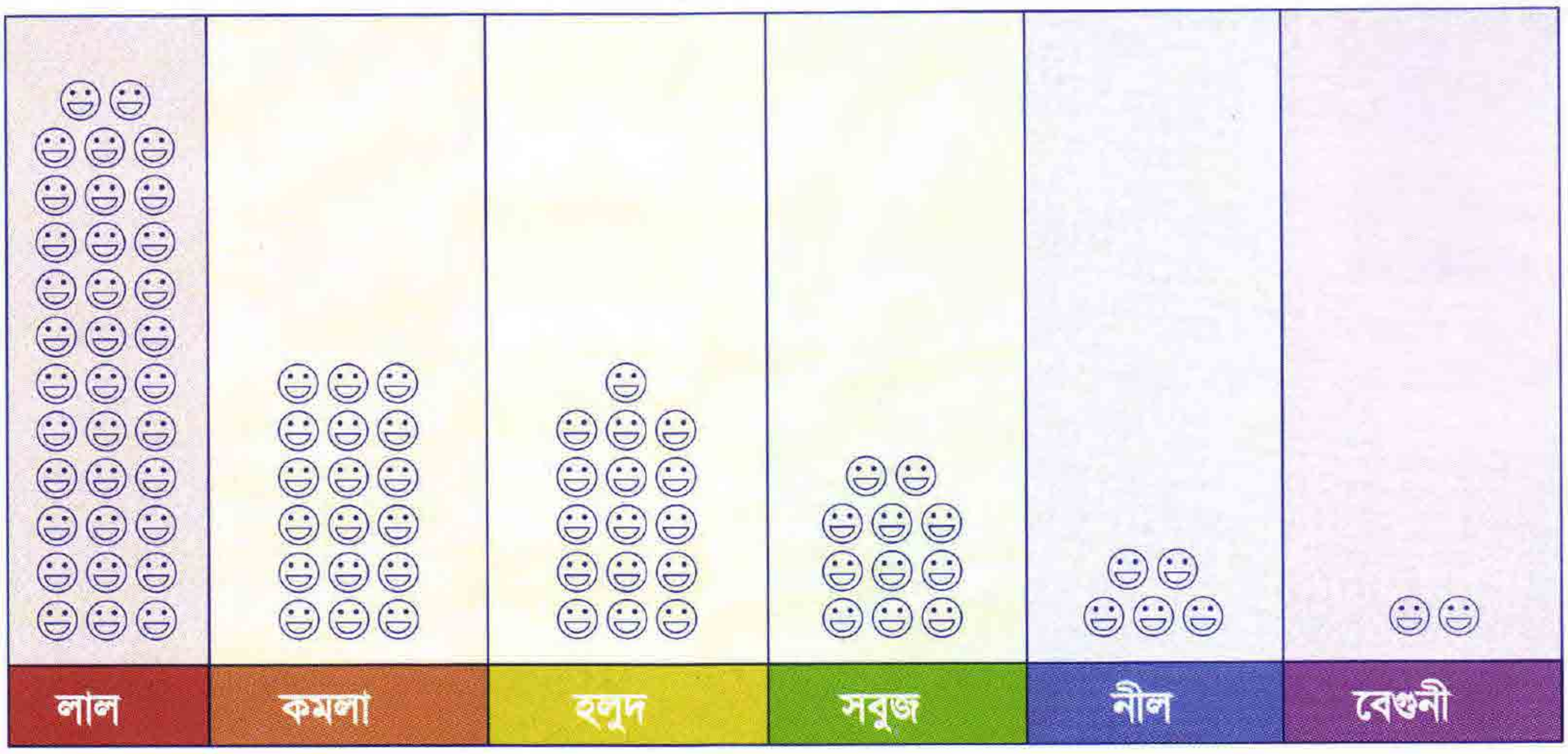

শিক্ষক রংধনু চার্ট, বা দক্ষতার তালিকা অথবা প্রগ্রেস রিপোর্ট যাই শিক্ষার্থীর বাড়ীতে পাঠান না কেন, শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানাতে বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ সবসময়ই জরুরী। এতে স্কুলের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাড়ীর যোগাযোগ নিশ্চিত হয়।

বাবা মাকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানানো:

যখন বাবা মা বা অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিয়ে কথা বলবেন তখন আপনার শ্রেণীকক্ষ ও স্কুল কিভাবে একীভূত ও শিখন বান্ধব হয়ে গড়ে উঠছে তা বাবা মাকে জানান, ব্যাখ্যা করুন। কোন ছবি বা ব্রোশিউর বা প্রধান শিক্ষকের সই করা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য থাকলে তা বাবা মাকে দেখান বা বুঝিয়ে বলুন যে, স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে আপনারা কি করার চেষ্টা করছেন। তাদেরকে বলুন যে শিখন বান্ধব বলতে এমন একটি পরিবেশকে আপনারা বোঝাচ্ছেন যে পরিবেশে শিক্ষক, বাবা মা এবং সমাজের লোকজন প্রত্যেকে শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করবেন এবং সেসঙ্গে শিক্ষার্থীরাও পরস্পরকে শিখনে সহায়তা করবে। বাবা মায়েদের তাদের সন্তানদের কিছু কাজ দেখান এবং বুঝিয়ে বলুন শিশু কেন্দ্রিক, সক্রিয় শিখন মূলক পরিবেশে তাদের সন্তানরা যেভাবে লেখাপড়া করছে, এমন স্কুলে তারা বা তাদের অন্যান্য সন্তানরা আগে কখনো পড়েনি। তাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে 'অন্তর্ভুক্ত' হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করুন (ঠিক যেভাবে বুকলেট-১ এ বলা হয়েছে), প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু কেস স্টাডি উদাহরণ হিসেবে দিন, যে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সব ধরনের শিক্ষার্থীকে উপকৃত করতে পারে।

এ বলা হয়েছে), প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু কেস স্টাডি উদাহরণ হিসেবে দিন, যে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ **সব** ধরনের শিক্ষার্থীকে উপকৃত করতে পারে।

কর্ম তৎপরতা: পছন্দের খেলা

বাবা মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ -এর সময়, তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, বাদ পড়ে যাওয়াদের 'অন্তর্ভুক্ত' করার অর্থ কি। এটি তাদের বোঝাতে 'পছন্দের খেলা' খেলুন।

এ কাজে দুটো ভিন্ন রং এর ব্যাজ তৈরী করুন-একটি লাল, অপরটি নীল। যারা খেলবে তারা নিজ নিজ পোষাকে পিন দিয়ে গেঁথে ব্যাজ পরবে। এভাবে কিছু লাল ব্যাজ মেয়েদের দিন, কিছু নীল ব্যাজ ছেলেদের দিন। তাদেরকে বলুন যে তাদের মধ্যে কেউ সাজবে সুবিধাভোগী, কেউ হবে সুবিধা বঞ্চিত। লাল ব্যাজ পরিধানকারীদের ঘরের পেছনে বা একদিকে বসতে বলুন। তারপর নীল ব্যাজ পরিধানকারীদের সঙ্গে খোশগল্প করতে থাকুন এবং লাল ব্যাজ পরিধানকারীদের উপেক্ষা করুন। তাদের দিকে তেমন তাকাবেন না, তাকালেও গম্ভীর মুখে তাদেরকে চুপ করে বসে থাকার আদেশ দিন বা বলুন তারা যেন নড়াচড়া বা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি না করে। পাঁচ বা দশ মিনিট নীল ব্যাজধারীদের সঙ্গে কথা বলে যান এমনকি নীল ব্যাজধারীদের একজনকে অনুরোধ করুন যে সে যেন লাল ব্যাজধারীদের চুপ করে থাকতে বলে। দশ মিনিট শেষে সবাইকে ব্যাজ খুলে ফেলে আবারো একসঙ্গে বসতে বলুন। এখন সবাইকে নিচের প্রশ্নগুলো করুনঃ

- নীল ব্যাজ পরে কেমন মনে হয়েছিল? লাল ব্যাজ পরে অনুভূতি কি ছিল? লাল ব্যাজধারীদের কেউ কি নীল ব্যাজ পরতে চেয়েছিল? নীল ব্যাজ পরার জন্য আপনি কি আগ্রহী? বাদ পড়া বা excluded হওয়া বলতে কি বোঝায়? কোন্ ব্যাজধারীরা শিক্ষকের মনোযোগ থেকে বাদ পড়েছিল? কে তাদেরকে বাদ পড়াদের দলে ফেলেছিল? কারা অরক্ষিত?

মনে রাখবেন যারা প্রায়ই বাদ পড়াদের দলে (যেমন শারিরীক প্রতিবন্ধী) তাদের যদি কোন প্রতিবন্ধি সন্তান থাকে তবে তারা আরো বেশী সমস্যাগ্রস্থ, লজ্জিত ও বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দরিদ্র প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে, যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে এসেছে বা যারা দেশের প্রচলিত প্রধানতম ভাষায় কথা বলতে পারে না বিশেষতঃ এ ধরনের পটভূমির মেয়েরাই সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্থ, এসব ছেলেমেয়েরা তাই প্রায়ই সব কিছু থেকে বাদ পড়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে। এজন্য আমরা এধরনের ছেলেমেয়েদেরকেই বেশী বেশী করে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

এখন ওপরের উদাহরণ প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করুন যে, 'একীভূত' বা শিখন বান্ধব বলতে আমরা কি বুঝি। শিক্ষক ও বাবামায়ের মধ্যে 'একীভূত শিখন' এর উপকারিতাসহ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কিভাবে 'একীভূত শিখন বান্ধব' পরিবেশ তৈরী করা যায় তা আলোচনা করুন।

ধারণা: ওপরে উল্লেখিত এই কাজের মাধ্যমে বাদ পড়া বা বহির্ভূত বলতে কি বোঝায় এবং কেন ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সবাইকে সমান মূল্য দেয়া উচিত তা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করুন।

সমাজকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা:

বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে নিয়োজিত দল বা সমন্বয়কারী দলের সঙ্গে মিলে কিছু শিক্ষক সমাজের কাছে বা বড় কোন জমায়েতে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য কাজ করতে পারেন। আপনি যদি সেই ব্যাখ্যাকারীদের একজন হন তবে নিচে কিছু পরামর্শ দেয়া হল কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়টি সবার কাছে তুলে ধরবেনঃ

১. **ছাপানো তথ্য-** প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ কোন ব্রোশিউর বা নিউজলেটার/বুলেটিন তৈরী করুন। স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের আপনার স্কুল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের পত্রিকায় একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতে উৎসাহিত করুন। এর উপকারিতা ও সব ধরনের শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুলের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সাংবাদিকদের অবহিত করুন।

২. **রেডিও টিভিতে প্রচার-** যেসব এলাকায় বিদ্যুত রয়েছে এবং টিভি/রেডিও-র ব্যবহার রয়েছে সেসব এলাকার বাবামাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী করার জন্য স্থানীয় রেডিও টিভিতে প্রয়োজনীয় প্রচারের উদ্যোগ নিন।

৩. **সামাজিক সভা** - (এক থেকে তিন দিন ব্যাপী) কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করুন। সমাজের লোকজনকে এধরনের কর্মশালা/প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানালে বিশেষতঃ যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না তাদের বাবা মা বা অভিভাবক আপনার স্কুল ও শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত হবেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয় শিখনমূলক পরিবেশের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখানোর স্কুলের মিশন বা লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা যায়। আরও প্রয়োজন প্রথম ও পরবর্তী সভাগুলোতে বাবা মা বা অন্যান্য সকলের এ বিষয়ে উদ্বেগ ও নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই সংগে আপনার স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নে তাদের মতামত ও ধারণা নেওয়া।

৪. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সকল সেবা/সার্ভিস কাজে লাগান-** এটি আপনার অন্যতম প্রধান কৌশল হবে। তাই স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সকল সরকারী/বেসরকারী/ব্যক্তিগত রিসোর্স ও সেবাকে কাজে লাগান। আপনার শিক্ষার্থীদের অধিকার সংরক্ষণে এসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

৫. **অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করুন** - কিছু কিছু দেশে নিয়ম রয়েছে যে একীভূত হওয়ার জন্য অন্ততঃ তিনটি স্থানীয় স্কুল পরস্পরকে সহযোগিতা করতে একত্রে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা তাদের ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও শ্রেণীকক্ষের কাজে সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার কৌশল পরস্পরকে জানায় এবং সেসঙ্গে শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা সময়োপযোগী করার জন্য স্কুলে কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সমাজের সব ছেলেমেয়ে যাতে স্কুলে আসে সেজন্য সমাজের লোকজনের সঙ্গে একত্রে স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে অথবা স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেদের স্কুলছাড়াও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য যৌথভাবে ফিল্ড ট্রিপে-র ব্যবস্থা করে।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে স্বপক্ষে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করা

প্রবক্তা হিসেবে বাবা মা

পরিবর্তনের প্রবক্তা হিসেবে বাবা মা - কোন কোন সমাজে শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক এগিয়ে আসার আগেই বাবা মা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সপক্ষে কাজ করা শুরু করেন। পাপুয়া নিউগিনি-তে বাবা মায়েরা একবার জোর দাবী জানায় যে স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। পরবর্তীতে, প্রাদেশিক সরকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিও-র সঙ্গে মিলে সেখানকার স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় স্বল্প ব্যয়ের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করে। আমরা জানি এদেশেও অতিরিক্ত ব্যয় ও দূরত্বের কারণে স্কুলবহির্ভূত সন্তানদের স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত শিক্ষার জন্য গ্রামের মায়েদের অনুরোধে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক এগিয়ে এসেছিল। ব্র্যাক-এর এ স্কুলগুলো গ্রামের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ীর কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মান-সম্পন্ন মৌলিক শিক্ষা লাভ করছে।

বাবা মা যখন পরিবর্তনের বিরোধিতাকারী - কোথাও কোথাও দেখা যায়, বাবা মা স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান নেন। ফলে, তারা অনেকসময় ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত ছেলেমেয়েরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া করুক তা চান না। বাবা মায়ের এ ধরনের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য নিচের এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।

বাবা মা যখন পরিবর্তনের সমর্থনকারী - কোথাও কোথাও বাবা মায়েরা স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে (তাদের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়ে বুঝিয়ে বলার পর)। যদি প্রচলিত ব্যবস্থায় বাবা মা সন্তানদের শিক্ষা কাজে সম্পৃক্ত না করে, তাদেরকে তা

হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে হবে। সম্ভব হলে তাদের স্কুলে নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা নিয়মিতভাবে এ কাজে অংশ নেন।

এ্যাডভোকেসী/সপক্ষতার কৌশল

এ্যাডভোকেসীর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, প্রচার, সমর্থন এবং অন্যদের প্রাসঙ্গিক মেসেজ বা বার্তা সবার কাছে পৌঁছানো। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সপক্ষে প্রচারে বাবা মা এবং সমাজ কিভাবে অংশ নিতে পারে?

১. **শিক্ষার্থীদের মা বাবা অভিভাবককে আপনার স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে অপরকে বলতে উৎসাহিত করুন**। একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের স্বপক্ষে প্রচারে আপনারা যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছেন যেমন- ব্রোশিউর, নিউজলেটার বা শিক্ষার্থীদের কাজ সেগুলো সংশ্লিষ্ট সপক্ষতাকারী বাবা মাকে ব্যবহার করতে দিন। সপক্ষতাকারী বাবা মায়েরা এসব উপকরণ দেখিয়ে ও নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তনের বিরোধীতাকারী বাবা মায়েদের বুঝিয়ে বলতে পারবেন একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কিভাবে স্কুলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করে এবং কিভাবে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করে উপকৃত হতে পারে।

২. **প্রচলিত ব্যবস্থায় স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে সাহায্য করতে শিক্ষিত বাবা মায়েদের সম্পৃক্ত করুন**। যদি বাবা মায়েরা দেখেন আপনি শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে আপনার শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের ও কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে সুযোগ দিচ্ছেন তখন তারা নিয়মিত ভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষের বা স্কুলের শিক্ষাকাজে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। সেজন্য আপনি একটি পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী তাদের শ্রেণীকক্ষে আমন্ত্রণ জানান। উদাহরণস্বরূপ, বাবা মা বা অভিভাবকরা আপনাকে শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষায় বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার কাজে সাহায্য করতে পারেন। তারা শিক্ষার্থীদের কোন কিছু পড়ে শোনাতে পারেন বা শিক্ষার্থীদের পড়া শুনতে পারেন। তারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন যাতে যেসব শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োজন তাদের আলাদা ভাবে সময় দেয়া বা ছোট দলে কাজ করার অতিরিক্ত চাপ থেকে আপনাকে অব্যহতি দিতে পারেন। এতে শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীই সমান মনোযোগ পাবে। পরবর্তী টুলে বাবা মা এবং সমাজের লোকজনকে শিক্ষা কাজে সম্পৃক্ত করার আরো উপায় জানানো হবে।

৩. **সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় বাদ পড়া ও স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়ের খুঁজে বের করার কাজে বাবা মায়েদের নিয়োজিত করুন**। উদাহরণ স্বরূপ, বছরের শুরুতে স্কুলে ভর্তির একটি বিশেষ দিন বা মেলার আয়োজন করুন এবং সেখানে আসার জন্য সমাজের লোকজনকে আমন্ত্রণ জানান এবং সমাজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করুন। মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রবেশ কুপনের ওপর লটারীর মাধ্যমে আগত অতিথিদের উপহার

দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সে সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আপনারাও বিশেষ খাবার ও খেলাধুলার আয়োজন করতে পারেন। এমন কি মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। এ কাজের উদ্দেশ্যই হল মান সম্পন্ন শিক্ষার গুরুত্ব কি তা বোঝানো এবং স্কুল ও সমাজ যাতে সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে সেজন্যে একত্রে কাজ করা। লাতিন আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালায় এ ধরনের একটি শিক্ষা মেলায় নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির পাশাপাশি স্কুলের জন্য একটি নতুন দালান নির্মাণের পরিকল্পনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। যাহোক কমিউনিটির সব ছেলেমেয়েই যাতে স্কুলে যায় ও লেখাপড়া করে সেজন্যে এই টুলকিটে বাবা মা ও সমাজ কিভাবে স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত হতে পারে তা বলা হয়েছে।

৪. **স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা** - স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বা শিক্ষক-অভিভাবক কমিটির মাধ্যমে বাবা মায়েদের দীর্ঘমেয়াদে স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা সম্ভব। এই সম্পৃক্ততার ফলে শিক্ষাকাজে তত্ত্বাবধান এবং উন্নত মান ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

গ্রাম শিক্ষা কমিটি

পাকিস্তানের বেলুচিস্থান প্রদেশে কমিউনিটি সহায়তা কার্যক্রমের ফলে মেয়েদের জন্য গ্রাম শিক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে এর ১০০০-টিরও বেশী কমিটি রয়েছে, এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫। যা পুরুষদের জন্য গঠিত অনুরূপ কমিটির আদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেলুচিস্থান এর মত একটি রক্ষণশীল সমাজে নারী ও পুরুষদের নিয়ে একটি একক কমিটি গঠন করা যায়নি বলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক কমিটি হয়েছে। মজার ব্যাপার হল মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে ও অন্যান্য দৈনন্দিন শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে, মেয়েদের কমিটি পুরুষ কমিটির তুলনায় ভাল অবদান রেখেছে।

- এ কার্যক্রম সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য দেখুন- *http://www. worldbank.org and search for "Balochistan"*

৫. **বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে আউটরিচ্** - যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাধাগ্রস্থ এবং স্কুলে যায় না তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন খুব সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে স্কুল একজন প্রতিবন্ধী বা আদিবাসী সম্প্রদায় কোন ব্যক্তিকে আউটরিচ ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করতে পারে। যিনি ব্যক্তিগত ভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা মিটিং করে স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। এতে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে।

টুল ২.৩

সমাজ ও শিক্ষাক্রম

শ্রেণীকক্ষে সমাজঃ

শিক্ষার্থীদের বাবা মা ও সমাজের অনুদান একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থ এবং উপকরণ - যেকোন অনুদানের মাধ্যমে বাবা মা স্কুলে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজের কোন সংস্থা, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি, বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুলের সুযোগ সুবিধাদি উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। এটি বিশেষতঃ সেসব স্কুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সব স্কুলে শারিরীক প্রতিবন্ধীদের প্রবেশে অসুবিধা রয়েছে। স্কুলটি যদি পাকা দালানের হয় তবে তাতে সিঁড়ির পরিবর্তে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করার জন্য সমাজ উদ্যোগ নিতে পারে।

পৃথিবীর অনেক দেশে, সমাজ তাদের এলাকার স্কুলে পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন ব্যবস্থা তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা লেট্রিন না থাকলে, সমাজ তা তৈরী করে দেয়। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও সমাজ এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

মালয়-এর একটি সমাজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা দেখতে পেলেন, স্থানীয় স্কুলে শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রেনীকক্ষে কোন দরজা নেই বলে তার সংরক্ষণ করা যাচ্ছেনা। সমাজই স্কুলের এবং প্রধান শিক্ষকের কামরার দরজা তৈরী করে দিল। এছাড়াও, একই জেলার আরো ২০টি সমাজের অভিভাবকরা তাদের এলাকার স্কুলগুলোতে শিখন কাজে লাগতে পারে এধরনের বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ যেমন- পুরনো বাক্স, রাবারের জুতো ইত্যাদি সংগ্রহ করে দেয়। সে এলাকার শিক্ষকরা দেখেছেন শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন শিখন কাজে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনে বিশেষ সহায়ক।[৮]

বাংলাদেশের সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে কমিউনিটি জমি প্রদান করে থাকে। এনজিওদের বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে বা স্কুলের ভৌত অবকাঠামো নির্মানে কমিউনিটির অংশগ্রহণ লক্ষণীয় । এর একটি উদাহরণ, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন পরিচালিত ২টি একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের (কিশোরগঞ্জ ও ধামরাই) পরিচালনার জন্য গ্রামবাসী জমি প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ বা

---

[8] Miske SJ. (2003) Proud Pioneers: Improving Teaching and Learning in Malawi through Continuous Assessment. Washington, DC: American Institute for Research

উনবিংশ শতাব্দী মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজের দানশীল বা সমাজসেবীরা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। তারা স্কুল ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে স্কুলের সুযোগ সুবিধা উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতেন। এবং এখনো কেউ কেউ তা করছেন।

ফিলিপাইনের এক স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাবা মাকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে এখন বাবা মায়েরা নিজেদের স্কুলের একটি অংশ হিসেবেই মনে করে। তারা স্কুলের জন্য একটি রিসোর্স সেন্টার নির্মানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যেখানে স্থানীয় ইউনিসেফ পরবর্তীতে বেশ কিছু বই অনুদান হিসেবে প্রদান করে। এছাড়াও রিসোর্স কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তৈরী এবং এনজিওদের দেয়া শিখন উপকরণও রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা রিসোর্স কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব (যেমন-বুক সেলফ, চেয়ার ইত্যাদি) তৈরীতে অংশ নিয়েছে।[৯]

পূর্বে উল্লেখিত টুলে বলা হয়েছে যে, বাবা কিংবা মাকে স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত করার সরাসরি একটাই পথ আছে। সেটি হল, তাদেরকে শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বাবা, মা, দাদা, নানা, দাদী, নানী বা অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার নানা উপায় রয়েছে। এখানে তেমন কিছু ধারণা দেয়া হলঃ

- বাবা মা বা শিক্ষার্থীর পরিবারের যেকোন সদস্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কাজে যেমন- পঠন পাঠন, শিখন উপকরণ তৈরী, খেলাধুলা বা কোন ফিল্ড ট্রিপ বা কোন উৎসব আয়োজনে সাহায্য করতে পারেন।

- বাবা মায়েরা তাদের পেশা ও অভিজ্ঞতার ওপর শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য রাখতে পারেন। যেমন- কোন শিক্ষার্থীর বাবা কৃষক হলে তিনি সঠিক উপায়ে চাষাবাদ বা জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের উপকারিতা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময় করতে পারেন। মা হাঁস মুরগী পালনে বা কৃষি কাজে কিভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন সে অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করতে পারেন। কিংবা তারা গ্রামের লোকগাঁথা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

- বাবা মায়েরা শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির মিটিং বা যেকোন বিশেষ অনুষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে অংশ নিতে পারেন যাতে স্কুলের অগ্রগতি ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তারা তাদের

---

9 Feny de los Angeles-Bautista With Marissa J.Pascual,Marjorie S. Javier,Lilian Mercado-carreon and Cristina H.Abad.(2001).Reinventing Philippines Education : Building Schools Filipino Children Deserve. The Ford Foundation, Phillipines.

সন্তানদের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। স্কুলের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জানবেন এবং পাঠক্র শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় সম্পৃক্ত হবেন।

- সম্ভব হলে তারা স্কুলকে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দান করবেন এবং স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের জন্য আর্থিক সাহায্য পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

- যেসব বাবা মায়েরা কখনো তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাননি বা স্কুল থেকে সন্তানদের ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে আপনারা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে বা স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

- বাবা মা অভিভাবকরা স্কুলে শ্রেণীকক্ষ ও তার আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সহযোগিতা করবেন। সহায়তা করবেন বাবা মায়েরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে 'ওপেন স্কুল-ডে' উদযাপনের জন্য। এদিন স্কুলে সমাজের সদস্যবৃন্দ, বাবা মা, এলাকাবাসী/গ্রামবাসী, কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই স্কুলে আমন্ত্রিত হবেন। সব শিক্ষার্থীর সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ, নতুন শিখন উপকরণ প্রদর্শন করা হবে। সে সঙ্গে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষণ ও অগ্রগতি যাচাইয়ের নতুন কলাকৌশল আগত অতিথিদের কাছে বর্ণনা করবেন এবং ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সব শিক্ষার্থী তারা যা যা শিখেছে তা অতিথিদের কাছে তুলে ধরবেন।

- বাবা মা ও সমাজের সদস্যরাও শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ে সহায়তা করতে পারেন। প্রয়োজনে তারাও শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজের ওপর নম্বর প্রদান করতে পারেন এবং এভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

- স্কুল থেকে পাশ করে যাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীরা বা নিবেদিত প্রাণ কোন বাবা মা এক্ষেত্রে রোল মডেল হতে পারেন, বিশেষতঃ তারা যদি ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের হয়ে থাকে। প্রতি বছর স্কুলে 'আমার জীবনের লক্ষ্য' শীর্ষক একটি বিশেষ দিনের আয়োজন করা যায়। এদিন কৃতি শিক্ষার্থী ও নিবেদিত সেইসব বাবা মা স্কুলে এসে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন যাতে বর্তমান শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনকে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পায়।

মহিলা রোল মডেলঃ

যেসব স্কুলে মহিলা শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে সমাজ থেকে কোন সক্ষম নারী স্কুলের শিক্ষাকাজে অংশ নিতে পারেন। মা বা শিক্ষার্থীর পরিবারের নারী সদস্য বা সমাজের কোন বিশেষ নারী ব্যক্তিত্ব যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, রাজনৈতিক নেত্রী বা কৃতি শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় যে কোন মহিলা স্কুলের শিক্ষণ-শিখন কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন

যাতে মহিলা একটি ইতিবাচক ভাবমুর্ত্তি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মনে তৈরী হয়। এ ধরনের কোন মহিলা সমাজে থাকলে তাকে স্কুলে ঘন ঘন নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে বৃহত্তর সমাজে বিশেষতঃ নারী ও পুরুষদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা জেন্ডার ভিত্তিক ভূমিকা বা তাদের পছন্দ অপছন্দ, সাফল্য, ব্যর্থতা তার জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন। এছাড়া তারা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তাদের সমস্যা বা উপলব্ধি নিয়ে কথা বলতে পারেন এবং তাদের প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর একদল শিক্ষার্থী মেয়েকে বাছাই করুন। মেয়েদের এই দলটি একজন মহিলা শিক্ষকের নেতৃত্বে গ্রামের স্কুলগুলো পরিদর্শনে যাবে 'যেসব স্কুলে মেয়েরা ৫ম শ্রেণী বা তার আগেই ঝরে পড়ে'। পরিদর্শনকালে সব মেয়েরা এক সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে বের করবে, যে কিভাবে স্কুলে টিকে থাকা যায় এবং কিভাবে লেখাপড়ায় উন্নতি করা সম্ভব। প্রয়োজনে পরিদর্শনকারী মহিলা শিক্ষক ও দলভুক্ত মেয়েরা ঝরে পড়ার আশংকা রয়েছে এ ধরনের শিক্ষার্থী মেয়েদের বাবা মায়ের সঙ্গে কিভাবে তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠানো এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রেণীকক্ষ এবং সমাজঃ

বাবা মাকে বা সমাজের সদস্যদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি যে কাজটি করতে হবে তা হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমকে তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বা সমাজ কেন্দ্রিক করতে হবে।যেমন-

- ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মা বা সমাজের কাছ থেকে যা শেখে তা যেন স্কুলের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। যেমন- ভাষা শিক্ষা ক্লাসে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে প্রচলিত কোন লোক-গাঁথা, গল্প বা কবিতা আলোচনা করা যেতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মা বা দাদা দাদী নানা নানীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারে বা তাদের কাছে তাদের জীবন কথা শুনতে পারে।

- তাদের পাঠে উল্লেখিত কোন বিশেষ বস্তু বা গাছ তাদের বাড়ীতে বা আশেপাশে রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখতে পারে।

- তারা বাড়ী হতে কোন উপকরণ (যেমন গণনার জন্য কাঠালের বা তেঁতুলের বিচি অথবা কোন কার্ড বোর্ড) নিয়ে আসতে পারে যা শিক্ষা উপকরণ হিসেবে শিক্ষক কাজে লাগাতে পারেন।[১০]

- শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণীকক্ষ বা স্কুল প্রাঙ্গণকে শিখন বান্ধব (বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী), নিরাপদ, যেকোন দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও জেন্ডার সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে। বিশেষতঃ স্কুল প্রাঙ্গণকে এমন ভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সব শ্রেণীর সব শিক্ষার্থী প্রাঙ্গণ ব্যবহারের সুযোগ পায়।

---

[10] UNICEF. Children as Community Researchers. http://www.unicef.org/teachers

- শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের স্কুল গমনপোযোগী স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের একটা ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন করতে পারে যাতে তাদেরকে খুঁজে বের করে স্কুলে নিয়ে আসা যায়।

- শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন। যেমন- গ্রামের দুঃস্থ বিধবা, দুঃস্থ মাতা, বৃদ্ধ ব্যক্তি, ভূমিহীন মানুষদের জন্য নেয়া ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন কার্যক্রমে বা কোন জরিপ কাজে অংশ নিতে পারে। অবশ্য গ্রামে বৃক্ষ রোপন ও শহর এলাকায় পরিষ্কার পরিছন্নতা কর্মসূচিতে বা কোন দুর্যোগ কালে যে কোন ত্রাণ কার্যক্রমে প্রায়ই আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে থাকে। থাইল্যান্ডের চাইল্ড প্রজেক্টে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধদের বাড়ীঘর পরিষ্কার করার কাজ করে থাকে। দিনের শেষে তারা বৃদ্ধদের সঙ্গে বসে একত্রে খাওয়া দাওয়া করে। বৃদ্ধরা তাদের সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে খোশ গল্প করে। বয়সের ব্যবধান সত্বেও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক সুন্দর সম্পর্ক, এমনকি বৃদ্ধদের দেখাশোনার কাজেও অংশ নেয় ছেলেমেয়েরা। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা আবর্জনা বা গাছপালা পরিষ্কার করার কাজও করে থাকে।

সমাজকে কেন্দ্র করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম - আরো নানা উপায়ে ছেলেমেয়েরা সমাজের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং সেসঙ্গে সমাজের কাজেও অংশ নিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, উত্তর থাইল্যান্ডে পঞ্চম শ্রেণীর এক দল শিক্ষার্থী তাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অংশ হিসেবে বছর ব্যপী সমাজের পরিবেশ অধ্যয়ন করে। বন উজাড় বা deforestation এর নানা প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং সমাজের কাছ থেকে এলাকার বনাঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়াও তারা কিভাবে গাছপালা লাগাতে হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। বছর শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মায়ের কাছে তাদের অধ্যয়নের ফলাফল পেশ করে। মজার কথা হল, বাবা মায়েরা তাদের
সন্তানদের কাছ থেকে সমাজের বনাঞ্চল সম্পর্কে নানা জ্ঞান লাভ করে। তাদের সন্তানরা যেভাবে জ্ঞান আহরণ করেছে এবং সে জ্ঞান উপস্থাপন করেছে তাতে বাবা মায়েরা অভিভূত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাবা মা ও তাদের শিক্ষার্থী সন্তানরা মিলে সমাজের পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য একত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসে।

শিক্ষার্থীদের স্কুলের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ - শিক্ষার্থীরা স্কুলের বিভিন্ন সভা যেমন- অভিভাবক সভা, সামাজিক সভা অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে পারে। শিক্ষক হিসেবে আপনি তাদেরকে এ ধরনের সভায় কিভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় সে বিষয়ে আগে থেকে তৈরী করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের অধীত বিষয় থেকে নানা ধরনের কাজ ও প্রজেক্ট শিক্ষা মেলায় প্রদর্শন করতে পারে অথবা শিক্ষার্থীদের একটি ছোট্ট দল কোন নাটিকা করতে পারে, গান গাইতে পারে কিংবা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। নানা উপায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাবা মা বা অভিভাবকের সামনে উপস্থাপন করতে পারে।

এভাবে বাবা মা ও স্কুলের মধ্যে গড়ে ওঠে সুন্দর সম্পর্ক এবং এতে শিক্ষার্থীর শিখনও সমৃদ্ধতর হয়। শিক্ষার্থীর শিখন বিষয়ে অভিভাবক সভা আয়োজনের পূর্বে আপনাকে সভা কি ভাষায় পরিচালিত হবে সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষককে আগেই সভায় অংশগ্রহণকারী লোকজনের কথা বিবেচনা করতে হবে বিশেষতঃ তাদের কথা যারা সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে না (যেমন- আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) অথবা যারা শ্রবণ-প্রতিবন্ধী।

টুল ২.৪

আমরা কি শিখেছি?

এই বুকলেট একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও কমিউনিটিকে কিভাবে সম্পৃক্ত করতে হয় সে বিষয়ে নানা উপায়ের ধারণা দিয়েছে। এখন নিচের কাজগুলো করুন।

১. সমাজে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত আপনার স্কুলের একজন শিক্ষকের দায়িত্বের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২. আপনি বাবা মাকে কিভাবে তাদের সন্তানদের শিখন দক্ষতা বিষয়ে বলবেন?

৩. বাদপড়া ও স্কুল বহির্ভূত ছেলে/মেয়েকে লেখাপড়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাবা ও মায়েদের গৃহীত দুটি পদক্ষেপের কথা লিখুন। (ক) স্কুলে এবং (খ) স্কুলের বাইরে ।

৪. সমাজের লোকজন আপনার শ্রেণীকক্ষের শিখন কাজে কিভাবে অংশ নিবে তার কয়েকটি উপায় বলুন।

৫. শিক্ষার্থীরা কিভাবে সমাজে সম্পৃক্ত হতে পারে সে বিষয়ে অথবা সমাজ বা বাড়ি থেকে সংগৃহীত শিক্ষা উপকরণ কিভাবে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ব্যবহার করবে তার কয়েকটি ব্যবহার বলুন।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সফলতার জন্য সমাজের অংশগ্রহণ সবিশেষ জরুরী। শিক্ষক হিসেবে, শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি বা স্থানীয় পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য নানা উপায় রয়েছে। এমনকি বাবা মা অভিভাবকরা কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এই পরিবেশ প্রচারে স্কুলের পক্ষে কাজ করতে পারেন সে বিষয়েও এই বুকলেটে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এবার **আপনি আপনাকে প্রশ্ন করুন আমি কিভাবে আমার শিক্ষার্থীর পরিবার ও সমাজের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারি? আপনার ব্যক্তিগত তিনটি লক্ষ্য নিয়ে ভাবুন, সেগুলো আপনার সহকর্মীদের লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করুন ও তা নিয়ে সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করুন। সপ্তাহ খানেক পরে তুলনা করে দেখুন আপনি কতটুকু এগিয়েছেন এবং ভাবুন আরো কি কি কাজ আপনি হাতে নিবেন?**

আমরা কোথা থেকে আরো জানতে পারি?

নিচে কিছু প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হল যেগুলো থেকে স্কুল-পরিবার- সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা তথ্য ও গাইড লাইন আমরা পেতে পারি।

প্রকাশনা:

Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines (1994) The Multigrade Teacher's Handbook, Manila

duPlessis J. (2003) Rainbow Charts and C-O-C-O-N-U-T-S: Teacher Development for Continuous Assessment in Malawi-Classrooms. Washington, DC: American Institute for Research.

Miske SJ. (2003) Proud Pioneers: Improving Teaching and Learning in Malawi through Continuous Assessment. Washington, DC: American Institute for Research.

Rugh A and Bossert H. (1998) Involving Communities: Participation in the Delivery of Education Programs. Washington, DC: Creative Associates International, Inc.

The Gender-Fair Teacher (2003) UNICEF/Eritrea (page25)

ওয়েবসাইট

Children as Community Researchers. This is an excellent publication for promoting children's learning through the community.It can be downloaded at:http://www.unicef.org/teachers/researchers/index.html or
http://www. unicef.org/teachers/researchers/childresearch.pdf

Children's Integrated Learning and Development Project.
http://www.inmu.mahidol.ac.th/CHILD

Community School Alliances.
http://www.edc.org/CSA

Supporting Home- School Collaboration by Sandra L. Christenson.
http://www.cyfc.umn.edu/schoolage/resources/supporting.html

UNICEF Teachers Talking about Learning.
http://www.unicef.org/teachers/environment/commun.htm.
This excellent Website offers information on: learning and the community: teachers and communities; involving families in learning; communities helping schools; community life; and tips for improving schools.